এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।
দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।
কৃষাণ-কৃষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে
আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে।
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

এই পদ্মা এই মেঘনা

এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে,
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ, এ আমার প্রেম,
কত আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে ।।

এই মধুমতি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন পাই ফিরে ফিরে
এক নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে ।।
এই পদ্মা এই মেঘনা এই হাজার নদীর অববাহিকায়
এখানে রমনী গুলো নদীর মত, নদী ও নারীর মত কথা কয়।।

এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে
নির্ভয়ে নীল আকাশ রয়েছে নুয়ে
যেন হৃদয়ের ভালবাসা হৃদয়ে ফোটে,
কত আনন্দ বেদনা মিলন, বিরহ সংকটে ।।

কারার ঐ লৌহকপাট

কারার ঐ লৌহকপাট,
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।
গাজনের বাজনা বাজা,
কে মালিক, কে সে রাজা,
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি,
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে!
ওরে ও পাগলা ভোলা,
দে রে দে প্রলয় দোলা,
গারদগুলা জোরসে ধরে হেচ্‌কা টানে
মার হাঁক হায়দারী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক, মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।
নাচে ওই কালবোশাখী,
কাটাবি কাল বসে কি
দেরে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার ভাঙ্গরে তালা,
যত সব বন্দী শালায়-আগুন-জ্বালা, আগুন-জ্বালা,
ফেল উপাড়ি।।

ধন্য ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

ধন্য ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা

কোথায় এমন খেলে তড়িত্ এমন কালো মেঘে
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে
এমন দেশিটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ , কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার, এই দেশেতে জন্ম , যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার

একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার
সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার ॥
তোমার স্বাধীনতা গৌরব সৌরভে
এনেছি আমার প্রাণের সূর্যের রৌদ্রের সজীবতা
দিয়েছি সোনালী সুখী জীবনের দীপ্ত অঙ্গীকার ॥

তোমার ছায়া ঢাকা রৌদ্দুরে প্রান্তরে
দেখেছি অতল অমর বর্ণে মুক্তির স্নেহমাখা
জেনেছি তুমি জীবন মরন বিমুগ্ধ চেতনার ॥
সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার ॥

তীর হারা এই ঢেউ এর সাগর পাড়ি দিবো রে

তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর,
পাড়ি দিব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি রে।।

জীবন কাটি যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।।
ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই।।

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে।
জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না।।
বৈশাখেরই রুদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছেঁড়ে যায়।।

হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
দেখি ঐ ভোরের পাখি গায়।।
তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পাড়ে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে।
তীরহারা এই ঢেউয়ের
সাগর পাড়ি দিব রে।।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,

তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা ॥
ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

জন্ম আমার ধন্য হলো

জন্ম আমার ধন্য হলো মা'গো,
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাক।।
তোমার কথায় হাসতে পারি,
তোমার কথায় কাঁদতে পারি,
মরতে পারি তোমার বুকে ।।
বুকেই যদি রাখো আমায়-
বুকে যদি রাখো মাগো।।
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাক
তোমার কথায় কথা বলি পাখীর গানের মত,
তোমার দেখায় বিশ্ব দেখি বর্ণ কত শত।।
তুমি আমার,
তুমি আমার খেলার পুতুল,
আমার পাশে থাকো মাগো।
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাক
তোমার প্রেমে তোমার গন্ধে
পরান ভরে রাখি,
এই তো আমার জীবন মরণ
এমনি যেন থাকি ।।
বুকে তোমার,
বুকে তোমার ঘুমিয়ে গেলে
জাগিয়ে দিও নাকো আমায়
জাগিয়ে দিও নাকো মাগো।।
জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো,
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাক।।

আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই

আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই,
আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর
বাংলা আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুখ
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ ।

আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই
আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় চিৎকার
বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান ক্ষিপ্ত তীর ধনুক,
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ ।
আমি বাংলায় ভালবাসি, আমি বাংলাকে ভালবাসি
আমি তারি হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি
আমি যা'কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়
মেশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়
বাংলা আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ ।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।।

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফুলে মোর স্বপ্ন আঁকা।
যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলছে পাখা
সারাটি জনম সে মাটির টানে অস্ত্র ধরি।।
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি—
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।।
যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে
যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি।।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।।

সালাম সালাম হাজার সালাম

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।
মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।
ভাইয়ের বুকের রক্তে আজিকে
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে
সংগ্রামী আজ মহাজনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।
বাংলাদেশের লাখো বাঙালি
জয়ের নেশায় আনে ফুলের ডালি
আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জ্বালি
ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালি।
শহীদ স্মৃতি বরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে জন-সমুদ্রে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।।

বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল,
হয়েছে কাল, হয়েছে কাল।।
শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে ।।
রক্তে আগুন প্রতিরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া সকাল, নয়া সকাল।
আর দেরি নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয় বিষাণ
বিদ্যুৎ গতি হউক অভিযান
ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রু জাল, শত্রু জাল।

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা
ও জনতা এই জনতা এই জনতা।।

তোমার সভায় আমীর যারা,
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা।।
তোমার রাজা মহারাজা,
করজোরে মাগবে বিচার।।
ঠিক যেন তা এই জনতা।
তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে
প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।।
গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে,
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে।
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে।।
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।।
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে।
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।।
ঠিক যেন তা এই জনতা।
বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম ।।
মুক্তি ছাড়া তুচ্ছ মোদের ।।
এই জীবনের দাম।।

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম ।।
সংকটে আর সংঘাতে,
আমরা চলি সব একসাথে।।
জীবন মরণ পণ করে সব
লড়ছি অবিরাম।।
বাংলাদেশের নাম
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম ।।
রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব,
রক্তের প্রতিশোধ মোরা নেবই নেব,
ঘরে ঘরে আজ দূর্গ গড়েছি বাংলার সন্তান,
সইবোনা মোরা, সইবোনা আর জীবনের অপমান।।
জীবন জয়ের গৌরবে,
নতুন দিনের সৌরভে ।।
মুক্ত স্বাধীন জীবন গড়া
মোদের মনস্কাম ।।
বাংলাদেশের নাম
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম ।।

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
লক্ষ মুক্তি সেনা
দে না তোরা দে না
সে মাটি আমার
অঙ্গে মাখিয়ে দে না ।।

রোজ এখানে সূর্য ওঠে
আশার আলো নিয়ে
হৃদয় আমার ধন্য যে হয়
আলোর পরশ পেয়ে ।
সে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও
যেতে বলিস না
দে না তোরা দে না
সে মাটি আমার
অঙ্গে মাখিয়ে দে না।।
রক্তে যাদের জেগেছিল
স্বাধীনতার নিশা
জীবন দিয়ে রেখে গেছে
মুক্ত পথের দিশা
সে পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে
যেতে বলিস না
দে না তোরা দে না
সে মাটি আমার
অঙ্গে মাখিয়ে দে না।।
যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
লক্ষ মুক্তি সেনা
দে না তোরা দে না
সে মাটি আমার
অঙ্গে মাখিয়ে দে না ।

প্রতিদিন তোমায় দেখে সূর্য রাগে

প্রতিদিন তোমায় দেখে সূর্য রাগে
প্রতিদিন তোমার কথা হৃদয়ে জাগে
ও আমার দেশ ও আমার বাংলাদেশ।।

নদীর ধারা আর পাখির গানে
নতুন স্বপ্নের ছবি আনে।
প্রতি প্রাণে প্রেরণা শিহর লাগে।।
ফসল শোভায় আলোর তৃষা
নতুন ছন্দের দিল দিশা।
প্রতি মনের চেতনার জোয়ার জাগে।।

চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায়

চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায়

আমাদের শুধু মোমবাতি হাতে নীরব থাকার দায়। (২)
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায়
আমাদের শুধু ধ্বজা ভাঙ্গা রথে এগিয়ে চলার দায়।

চিৎকারকরো মেয়ে..
জন্মের আগে মৃত্যু দিয়েছি, জন্মের পরে ভয়।
সকালে বিকালে শরীর আগলে লুকিয়ে বাঁচতে হয়। (২)
যদি ভুলচুক হয় কোনভাবে অসাবধানের বসে
দুই বছরেই ধর্ষিতা তুই তোরই কিন্তু দোষে।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায় (২)

আমাদের শুধু মোমবাতি হাতে নীরব থাকার দায়।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কত দূর গলা যায় (২)

আমাদের শুধু ধ্বজা ভাঙ্গা রথে এগিয়ে চলার দায়।
আরও খানিকটা বড় হলে ওরা নেঙটো করবে তোকে।
কোল্ডড্রিংস জুড়ে তোর খোলা পিঠ সাপটে গিলবে লোকে (২)
বিক্রি হবে আরও আছে তোর যা কিছু ব্যক্তিগত
আমরা শুধু খানিক লোলুপ খানিকটা বিব্রত।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কত দূর গলা যায় (২)

আমাদের শুধু মোমবাতি হাতে নীরব থাকার দায়।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায় (২)

আমাদের শুধু ধ্বজা ভাঙ্গা রথে এগিয়ে চলার দায়।
সম্ভব হলে সূর্যের আলো মাখিসনা চোখে মুখে
না হলেও খুব চুপিচুপি মাখ পাছে দেখে ফেলে লোকে (২)

এরপরও খোলা রাস্তায় ওরা খেয়ে ফেলে গেলে তোকে
প্রশাসন শুধু হাততালি দিয়ে বেশ্যা বলবে তোকে।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায় (২)

আমাদের শুধু মোমবাতি হাতে নীরব থাকার দায়।
চিৎকার করো মেয়ে দেখি কতদূর গলা যায়
আমাদের শুধু ধ্বজা ভাঙ্গা রথে এগিয়ে চলার দায়।

ছোটদের বড়দের সকলের

ছোটদের বড়দের সকলের (২)
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ... সব মানুষের সব মানুষের (৩)
চষাদের, মুচিদের, মজুরের (২)
গরিবেরনিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ... সব মানুষের সব মানুষের (৩)
নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারের
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারের।
হিন্দু,মুসলিম,বৌদ্ধ,খৃষ্টান (২)
দেশ মাতা এক সকলের ।
লাঙ্গলের সাথে আজ চাকা ঘোরে এক তালে
এক সাথে মিসে গেছি আমরা যে আজ কোনকালে
মন্দির,মসজিদ, গির্জা,আবাহনে (২)
বানী শুনি একই সুরে...
ছোটদের বড়দের সকলের (২)
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
আমারই দেশ... সব মানুষের সব মানুষের (৩)
চষাদের, মুচিদের, মজুরের (২)
গরিবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ... সব মানুষের সব মানুষের (৩)

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ্য মুক্তি সেনা

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ্য মুক্তি সেনা
দেনা তোরা দেনা সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দেনা।

রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে
হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশ পেয়ে।
সে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বলিসনা।
দেনা তোরা দেনা সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দেনা।
রক্তে যাদের জেগেছিলো স্বাধীনতার নেশা
জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত পথের দিশা।
সে পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে যেতে বলিসনা।
দেনা তোরা দেনা সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দেনা। (ঐ)

মুক্তিরও মন্দিরও সোপানও তলে

মুক্তিরও মন্দিরও সোপানও তলে

কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে (২)
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙ্গা
বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙ্গা
তারা কি ফিরিবে আর...
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে
কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে ।

মুক্তিরও মন্দিরও সোপানও তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে (২)
যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানে স্বর্গের চেয়েও প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদিক্ষালয়ে
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি
যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা
মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা।
আজ রক্ত কমলে গাঁথা...
আজ রক্ত কমলে গাঁথামাল্য কালি
বিজয় লক্ষী দেবে তাদেরইগলে।
মুক্তিরও মন্দিরও সোপানও তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে (২)

আমায় একজন সাদা মানুষ দাও

আমায় একজন সাদামানুষ দাও যার রক্ত সাদা
আমায়একজন কালোমানুষ দাওযার রক্ত কালো (২)

যদি দিতে পার প্রতিদান যা কিছু চাও হোক অমূল্যে পেতে পার।(ঐ)
উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু যতমানুষ আছে যতমানুষ আছে
পশ্চিম হতে ঐ পূর্ব দিগন্তে মানুষ আছে যত মানুষ আছে

একই রক্তেমাংসে গড়া প্রেমপ্রীতিতে হৃদয় ভরা(২)
সেই মানুষে কেন তোমরা ভিন্ন কর ভেদাভেদ সৃষ্টি কর ।

জন্ম হতে ঐ মৃত্যুবধি তুমি হিসাব কর (২)
এই পৃথিবীর ধর্ম যত তুমি বিচার কর, তুমি বিচার কর
দেখবে সেথায় একি কথা উদ্ধে সবার মানবতা (২)
সেই কথাটাই বলে সবাই বড়াই কর ।

আবার কেন লড়াই কর । (ঐ)
এই দুনিয়া হয়নি সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া স্রষ্টা ছাড়া
একি সূর্যের আলো সবার দৃষ্টিভরা দৃষ্টি ভরা
একই মেঘ আর বৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে (২)
সকল মানুষ বেঁচে আছি যদি ধর ।
তবে কেন গরব করো। (ঐ)

শরৎবাবু খোলাচিঠি দিলাম তোমার কাছে

শরৎবাবু খোলাচিঠি দিলাম তোমারকাছে
তোমার গফুর মহেষ এখন কোথায় কেমন আছে?
তুমি জানোনা হারিয়ে গেছে কোথায় কখন তোমার আমিনা
শরৎবাবু এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা আমি
এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা। (ঐ)

গেল বছর বন্যা হল এ বছর খরা,
ক্ষেতের ফসল ভাসিয়ে নিলো মাঠ শুকিয়ে মরা। (২)
এক মুঠো ঘাস পায় না মহেষ দুঃখ ঘোচেনা
তুমি জানোনা....শরৎবাবু

এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা আমি
এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা।

বর্গীরা আর দেয় না হানা নেই তো জমিদার
তবু কেন এ দেশ জুড়ে নিত্য হাহকার?
জেনেছো দেশতো স্বাধীন আছে ওরা বেস

তোমার গফুর আমিনা আর তোমারই মহেষ (২)
এক মুঠো ভাত পায়না খেতে গফুর আমিনা
তুমি জানোনা...শরৎবাবু

এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা আমি
এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা।

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা,
মোদের গরব মোদের আশা্ আ মরি বাংলা ভাষা।

মাগো তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা ,
মাগো তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাস।
আমোরি বাংলা ভাষা ।
মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।
কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে ধার মাঝি টানে...
কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে ধার মাঝি টানে...
গেয়ে গান নাচে বাউল, গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা,

আমোরি বাংলা ভাষা।

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা,
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গবিন, হেম, মধু, বন বঙ্কিম নবীন,
বিদ্যা প্রতি চন্ডি গবিন হেম মধুবন কিমো নবীন,
ঐ ফুলেরি মধুর রসে, বাঁধলো সুখে মধুর বাসা,
আ মরি বাংলা ভাষা।

মোদের গরব মোদের আশা আমোরি বাংলা ভাষা।
বাঝিয়ে রবি তোমার দিলে আনলো মালা জগত চিনে,
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলো মালা জগৎ জিনে।
তোমার চরণ তীর্থে মা গো তোমার চরণ তীর্থে,
আজি জগৎ করে যাওয়া আসা।
আ মরি বাংলা ভাষা।
মোদের গরব মোদের আশা আমোরি বাংলা ভাষা।

ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকনু মায়ে মা, মা বলে
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকনু মায়ে মা, মা বলে
ওই ভাষাতেই বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা
আ মরি বাংলা ভাষা !

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
আ মরি বাংলা ভাষা !

We shall overcome

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day.
Oh deep in my heart, I do believe, I do believe
We shall overcome some day.
We all walk hand in hand
We walk hand in handsome day.
Oh deep in my heart, I do believe, I do believe
We shall overcome some day.
We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace some day.

এক নদী রক্ত পেরিয়ে

এক নদী রক্ত পেরিয়ে,বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা,
তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না।
না না না শোধ হবে না।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সাত কোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা,
সে দানের মহিমা কোনো দিন ম্লান হবে না।
না না না ম্লান হবে না।
হয়তো বা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না।
হয়তো বা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না।
বড় বড় লোকেদের ভীড়ে জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে...
তোমাদের কথা কেউ কবে না।
তবু হে বিজয়ী মুক্তিসেনা,
তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না।
না না না শোধ হবে না।
থাক ওরা পরে থাক ইতিহাস নিয়ে
জীবনের দীনতা হীনতা নিয়ে,
থাক ওরা পরে থাক ইতিহাস নিয়ে
জীবনের দীনতা হীনতা নিয়ে

তোমাদের কথা রবে সাধারণ মানুষের ভীড়ে...
তোমাদের কথা রবে সাধারণ মানুষের ভীরে।

মাঠে মাঠে কিষানের মুখে,
ঘরে ঘরে কিষাণীর বুকে,
স্মৃতি বেদনার আঁখি নিড়ে
তবু হে বিজয়ীদের মুক্তিসেনা

তোমাদের এই ঋণ শোধ হবে না।
না না না শোধ হবে না।

এক নদী রক্ত পেরিয়ে, বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যারা,
তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না।
না না না শোধ হবে না।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো--
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক
গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায়
দেখবে আলো--
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব
পানে ॥

মানুষ মানুষের জন্যে

মানুষ মানুষের জন্যে
মানুষ মানুষের জন্যে জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি...মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু ।
মানুষ মানুষের জন্যে জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি... মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু ।
মানুষ মানুষের জন্যে।
মানুষ মানুষ কে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে...
মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে...
পুরোনো ইতিহাস ফিরে এলে লজ্জা কি তুমি পাবে না ও বন্ধু ।
মানুষ মানুষের জন্যে জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি... মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু ।
মানুষ মানুষের জন্যে।
বলো কি তোমার ক্ষতি.. জীবনের অথই নদী, পার হয় তোমায় ধরে দুর্বল মানুষ যদি
বলো কি তোমার ক্ষতি... জীবনের অথই নদী, পার হয় তোমায় ধরে দুর্বল মানুষ যদি
মানুষ যদি সে না হয় মানুষ দানব কখনো হয় না মানুষ
মানুষ যদি সে না হয় মানুষ দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ লজ্জা কি তুমি পাবে না ও বন্ধু।
মানুষ মানুষের জন্যে জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি... মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু ।

জাত গেল জাত গেল বলে

জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি
সবই দেখি তা না না না।।

আসবার কালে কি জাত ছিলে
এসে তুমি কি জাত নিলে।
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা ভেবে বলো না।।

ব্রাহ্মণ চন্ডাল চামার মুচি
এক জলে সব হয় গো শুচি।
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাউকে ছাড়বে না।।

গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়।
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেল না।।

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা।

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা।

আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা॥

নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে

বাজে আলো বাজে, ও ভাই হৃদয়বীণার মাঝে

জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা॥

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।

আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মলিণ্চকা মালতী।

মঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা

পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি

সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা॥